অযোধ্যা

● **প্রশ্ন ঃ স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কে ছিলেন?**

○ **উত্তর ঃ** সাদাত খাঁ ছিলেন স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। (মীর মহম্মদ আমিন)

● **প্রশ্ন ঃ কে কবে অযোধ্যায় নতুন রাজস্ব নীতি চালু করেন?**

○ **উত্তর ঃ** ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাদাত খাঁ অযোধ্যায় নতুন রাজস্ব নীতি চালু করেন।

● **প্রশ্ন ঃ অযোধ্যার নবাবের পদে কে কবে বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন?**

○ **উত্তর ঃ** ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সাদাত খাঁ অযোধ্যার নবাবের পদে বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

● **প্রশ্ন ঃ সাদাত খাঁর মৃত্যুর পর কে অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন?**

○ **উত্তর ঃ** সাদাত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার সফদর জঙ্গ অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন।

● **প্রশ্ন ঃ লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতি কী?**

○ **উত্তর ঃ** সফদর জঙ্গের আমল থেকে অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী লক্ষ্ণৌকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত, সদাচার, নৃত্যকলা, শিল্প ও স্থাপত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ ঘরানার উদ্ভব হয়।

● **প্রশ্ন ঃ কে কেন কার্নানের যুদ্ধে যোগ দেন?**

○ **উত্তর ঃ** নাদির শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সাদাত খাঁ কার্নালের যুদ্ধে যোগ দেন।

● **প্রশ্ন ঃ সফদর জঙ্গের পূর্ব নাম কী ছিল?**

○ **উত্তর ঃ** সফদর জঙ্গের পূর্ব নাম ছিল আবুল মনসুর খাঁ।

● **প্রশ্ন ঃ সফদর জঙ্গের মৃত্যুর পর কে অযোধ্যায় নবাব হন?**

○ **উত্তর ঃ** সফদর জঙ্গের মৃত্যুর পর সুজা-উদ-দৌলা ১৭৫৪ খ্রী. অযোধ্যার নবাব হন।

হায়দ্রাবাদ

● **প্রশ্ন ঃ কে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন?**

○ **উত্তর ঃ** দক্ষিণ ভারতে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন মুঘল অভিজাত মীর কামার উদ্দিন চিন কিলিচ খাঁ।

● **প্রশ্ন ঃ চিন কিলিচ খাঁ কী নামে পরিচিত?**

○ **উত্তর ঃ** চিন কিলিচ খাঁ নিজাম উল, মুলক আসফ ঝাঁ নামে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

অযোধ্যা ঃ

বর্তমান অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও কানপুরের একাংশ এবং বারাণসী নিয়ে মোগল যুগে অযোধ্যা 'সুবা' গঠিত ছিল। পারস্য থেকে আগত **সাদাত খাঁ** (১৭২৪-১৭৩৯ খ্রিঃ) স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মোগল রাজনীতিতে প্রাধান্য অর্জন করার পর ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অযোধ্যার 'সুবাদার' নিযুক্ত হন। তিনি অযোধ্যায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন, দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলেন, নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করেন এবং নতুনভাবে সেনাবাহিনী সুসজ্জিত করেন। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে তিনি ভেদাভেদ করতেন না। বাদশা মহম্মদ শাহের আহ্বানে তাঁর পক্ষে তিনি *কর্নালের যুদ্ধ*-তে অংশগ্রহণ করে নাদির শাহ কর্তৃক বন্দী হন এবং আত্মহত্যা করেন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে কার্যত তিনি স্বাধীন নৃপতিতে পরিণত হন এবং অযোধ্যায় বংশানুক্রমিক শাসনের ভিত্তি রচনা করেন। **ডঃ *কালীকিঙ্কর দত্ত***-র মতে, তিনি ছিলেন একজন সফল সৈনিক ও বিজ্ঞ প্রশাসক।

সাদাত খাঁ

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবুল মনসুর খাঁ '**সফদর জঙ্গ**' (১৭৩৯-১৭৫৪ খ্রিঃ) উপাধি লাভ করেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মোগল সম্রাট আহম্মদ শাহের '*উজির*' নিযুক্ত হন এবং দিল্লির রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাদাত খাঁ ও সফদর জঙ্গ ইরানি দলের নেতা ছিলেন। তাঁদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তুরানি দলের নেতা নিজাম-উল্-মুলক ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

সফদর জঙ্গ

সুজাউদ্দৌলা

সফদর জঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **সুজাউদ্দৌলা** (১৭৫৪-১৭৭৫ খ্রিঃ) অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন। তিনি দিল্লির নাম-সর্বস্ব বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের '*উজির*' নিযুক্ত হন এবং বাংলার নবাব মিরকাশিমের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্সারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি ইংরেজ কোম্পানির আশ্রিত হয়ে পড়েন। এ কথা ঠিক যে, নবাবদের শাসনাধীনে অযোধ্যায় শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত এবং এই যুগে লক্ষ্ণৌ এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সুজাউদ্দৌলা

শিখদের উত্থান ঃ

Scanned with CamScanner